দু'আ

মু'মিন জীবনের নিত্য সঙ্গী

সাইফুল্লাহ খালিদ

দু’আ

মু’মিন জীবনের নিত্যসঙ্গী

সাইফুল্লাহ খালিদ

দারুল আরকাম অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	৬
দু'আ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা	৮
দু'আ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য	১০
দু'আ কবুলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী	১২
যে কারণে দু'আ কবুল হয়না	১৩
দু'আ নিয়ে সতর্কতা	১৫
দু'আ এর শর্তাবলী	১৭
দু'আ এর পদ্ধতি	
দু'আ কবুলের বিশেষ দিন, সময় ও স্থান সমূহ	
নবী রাসূলদের দু'আ	
আল কোরআনে বর্ণিত কিছু বিখ্যাত দু'আ এর ঘটনা	
আল হাদীসে বর্ণিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দু'আ	
আল কোরআনের ৪০টি দু'আ ও তার অর্থ	
আল কোরআনে বর্ণিত ৪০টির দু'আ এর প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণ	
আল কোরআনের আরও কিছু দু'আ	
নবী রাসূলদের দু'আ	
হাদীসের আলোকে দু'আ	
সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ ও তাৎপর্য	
প্রতিদিনের দু'আ	
নামাজের মধ্যকার দু'আ	

সূচীপত্র ২

সকাল সন্ধ্যার দু’আ	৬
রুকাইয়্যা	৮
	১০
	১২
	১৩
	১৫
	১৭

ভূমিকা

দু'আ ইসলামী আক্বীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দু'আ এর সাথে ইসলামী আক্বীদা বা ইসলামের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। আমরা যখন দু'আ করতে চায় বা দু'আ করার জন্য চিন্তা করি, সেই চিন্তার সাথে আমাদের ধর্মের প্রধান স্তম্ব যে কালেমা সেই কালেমার সাথে দারুনভাবে সম্পর্কিত। আমরা যখন দু'আ করতে যা

দু’আ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা

আমাদের ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের যে সকল ইবাদত নিয়ে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, দু 'আ হলো তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের সমাজে নামাজের শেষে হাত তুলে মুনাজাত অথবা হুজুর বা উলামা ডেকে মিলাদের মাধ্যমে অথবা ওয়াজের মাধ্যমে দু 'আ করা বহুল প্রচলিত। অথচ এগুলো কোনটার প্রচলন রসূল (সাঃ) বা সাহাবীদের যুগে ছিলনা। রসূল (সাঃ) হাত তুলে দু 'আ করেছেন এমন প্রমাণ আমরা পাই কিন্তু নামাজ শেষে মুনাজাত করেছেন এমন প্রমাণ নেই। তাই অনেকে এটাকে বিদ’আ বলেন। আর মিলাদ তো সম্পূর্ণভাবে বিদ'আ। এ বিষয়ে সকল আলেমগণ একমত।

অথচ দু 'আ হচ্ছে ইসলামের অন্যতম সেরা ইবাদত। দু 'আ ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে আখিরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা আল কোরআনে আমাদেরকে দু 'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল কোরআনে বিভিন্ন নবী রাসূলদের দু 'আ তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব যুগের সলফে সালেহীনদের দু 'আ তুলে ধরা হয়েছে আল কোরআনে। এ কারণে নামাজের মধ্যে আল কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমেও যেমন দু 'আ করা সম্ভব হয়, সেই সাথে সেজদা, রুকু ও বৈঠকেও অনেক দু 'আ রয়েছে, যেগুলো রসূল (সাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

নামাজের মধ্যে অসংখ্য দু 'আ থাকলেও এবং সেই দু 'আ গুলো আমরা মুখস্ত পড়ে গেলেও আরবী না জানার জন্য এগুলো যে দু 'আ সেটাই আমরা জানিনা। অনেকে দু 'আ হিসাবে জানলেও এগুলোর অর্থ কি তা জানিনা। এজন্য এই দু 'আ আমাদের কোন কাজে লাগে না। কারণ দু 'আ হলো তাই যা বান্দা একান্ত ভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চেয়ে থাকেন এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দার সেই আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু বান্দা কি চাইল তাই যদি তার জানা না থাকে তাহলে আল্লাহ কিভাবে সেই আহবানে সাড়া দিবেন? তাই আমাদের অধিকাংশ দু 'আ আল্লাহর দরবারে গ্রহণ যোগ্যতা পাই কিনা সেই বিষয়েই সন্দেহ থেকে যায়।

চিন্তা করে দেখুন তো, প্রতিদিন চলার পথে আপনারা যে ভিক্ষুককে দেখতে পান, সেই ভিক্ষুক যদি একটি রেকর্ডার বাজিয়ে এবং তার সাথে কোন রকম কন্ঠ মিলিয়ে আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করত এবং তার সেই আবেদনের সাথে তার অভিব্যক্তির সমন্বয় না ঘটতো তাহলে হাজার বার সাহায্য চাইলেও আপনার মনে তার জন্য কোন দরদ সৃষ্টি হতো কি’না? অথবা সেই ব্যক্তি যদি বিদেশী ভাষায় সাহায্য চাই এবং বোঝা যায় যে সে যা বলছে সে নিজেই তার অর্থ বোঝেনা। এমন ব্যক্তির জন্য আপনার সাহায্যের হাত তার দিকে প্রসারিত হতো কি’না? সাধারণতঃ সেই ব্যক্তির দিকেই মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়,যার চাওয়ার মধ্যে আকুলতা থাকে। তার চেহারা, অঙ্গভঙ্গির সাথে তার আবেদনের একটা সমন্বয় থাকলেই কেবলমাত্র একজন আবেদনকারী সাহায্য পেতে পারে।

আল্লাহর কাছে আমরা যখন দু'আ করবো আমাদের দু'আর মধ্যেও সেই ধরণের আবেদন ঝড়ে পড়তে হবে। আল কোরআনে নবী রাসূলদের যে সকল দু'আর বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সকল দু'আ তে আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে এই ধরণের আকুলতা ঝড়ে পড়তে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরুপ আমরা বলতে পারি, মানুষের ইতিহাসের প্রথম দু'আর কথা। যে দু'আ টি করেছিলেন আমাদের আদি পিতা,মাতা আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)। তাঁরা বলেছিলেন, " ও আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।"বদরের যুদ্ধের প্রারম্ভে রাসূল (সাঃ) বিনয়ে নত হয়ে, আবেগাক্রান্ত হয়ে এতোটা আকুলভাবে বার বার আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এবার আপনি থামুন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবিব ও রাসূলের এই আকূল প্রার্থনায় দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন। যদিও বিজয় আসে আল্লাহর তরফ থেকে কোন উপকরণের প্রয়োজন হয়না। তারপরও আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবিবের সান্তনার জন্য জিবরাঈল (আঃ) সহ এক হাজার বাহিনীর ফেরেস্তা পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর বক্ষ ও চক্ষু শীতল হয়েছিল এই বাহিনী দেখে। এভাবে প্রতিটি নবী রাসূলগণ যখন আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করেছেন তখন তাদের চোখের পানি অঝরে ঝড়েছে। কাকুতি, মিনতি করে তাঁরা তাদের পালকর্তার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। অথচ তারা ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে তারা নত হননি। কারও কাছ থেকে কোন ধরণের সাহায্যের প্রত্যাশা তারা করতেন না।

আর আমরা চলেছি নবী রাসূলদের বিপরীত পথে। আমরা দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রতি নিয়ত ধরণা দিতে থাকি কিন্তু আল্লাহর কাছে ধরণা দেয়ার সময় আমাদের নেই। মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে ধরণার লম্বা লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থাকতে আমরা লজ্জা পাই না। কিন্তু মহান প্রভূর সামনে দশ মিনিট দাঁড়ানোর কথাও আমরা অনেকেই চিন্তা করিনা। মাজারে মাজারে, পীরের দরবারেও আমরা লাইন দিয়ে ধরণা দিয়ে থাকি। অথচ এই ধরণের ধরণা দেয়া শিরকের শামিল। আল্লাহর রহমতের ধারা সর্বব্যপী হলেও তিনি শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেননা। এভাবে না জানার কারণে জান্নাত পাওয়ার ধরণা দিতে গিয়ে জাহান্নামে নিজেদের স্থানকে আমরা নিশ্চিত করে ফেলছি।

তাই এই সর্বনাশা ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য এবং জাহান্নামের আযাব থেকে নিজেকে এবং নিজেদের পরিবারকে রক্ষার জন্য আমাদের প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো ত্যাগ করে কোরআন ও হাদিসের আলোকে দু'আ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহন করতে হবে। মুলতঃ কোরআন ও হাদিসের আলোকে দু'আ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সাধারণের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যেই আমার এই কলম ধরা, আমার এই প্রচেষ্টা। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এটাই আমার দু'আ।

দু'আ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দু'আ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : الدعاء هو العبادة অর্থঃ দু'আ-ই হল ইবাদত। (আবু দাউদ, তিরমিজী ও ইবনু মাজা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন : أفضل العبادة هو الدعاء অর্থঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল দু'আ। (হাকেম) এছাড়া রাসূল (সাঃ) আরও বলেন ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء অর্থঃ আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত নেই। (তিরমিজী)

উপরের হাদীসগুলো সহীহ বুখারী অথবা মুসলিমের না হলেও এই হাদীস গুলো মানদন্ডের বিচারে সহীহ। এছাড়াও এই হাদীসগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোরআনের আয়াতও এসেছে। আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে বলেছেনঃ

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِیۡ سَیَدۡخُلُوۡنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیۡنَ ﴿۶۰﴾

তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ কর আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত হতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। **আল-মুমিন ৪০ : আয়াত ৬০**

এখানে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে তাঁর কাছে দু'আ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বান্দার দু'আ কবুল করবেন বলে কথা দিচ্ছেন। অন্যদিকে বান্দা দু'আ না করলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার এই আচরণকে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অহংকার বশতঃ আল্লাহ থেকে বিমুখ আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ ধরণের আচরণকারী বান্দাহকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে লাঞ্ছিত করবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দু'আ করা প্রত্যেক বান্দার জন্য ফরজ। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দু'আ এবং ইবাদতকে একই বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছেন। আমরা রাসূল (সাঃ) এর হাদিস থেকেও বিষয়টি জানতে পেরেছি। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দু'আ-ই হলো ইবাদত।

সুতরাং দু'আ ছাড়া কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের দু'আ এর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা উচিৎ। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণের কাছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দু'আ সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। কেউ কেউ গুরুত্ব ও ভক্তি সহকারে দু'আ করার চেষ্টা করলেও অর্থ না জানার কারণে সেই দু'আও হয়ে পড়ে অর্থহীন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু'আর নামে এমন কিছু বিদ'আত প্রচলিত রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য আরও ক্ষতিকর। তাই দু'আ সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা অতি জরুরী। কারণ বান্দা যে দু'আ করে আল্লাহ তা শুনেন এবং কবুল করেন। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস তুলে ধরেছেনঃ

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন কোনো মু'মিন ব্যক্তি দু'আ করে, যে দু'আতে কোনো পাপ থাকে না ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে তার দু'আ অবশ্যই কবুল করে নেন।

- যে দু'আ সে করেছে হুবহু সেভাবে তা কবুল করেন অথবা
- তার দু'আর প্রতিদান আখেরাতের জন্য সংরক্ষণ করেন কিংবা
- এ দু'আর মাধ্যমে তার ওপর আগত কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন।

এ কথা শুনে সাহাবিগণ বললেন, আমরা তাহলে অধিক পরিমাণে দুআ করতে থাকবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা যত প্রার্থনাই করবে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি কবুল করতে পারেন।

বুখারী : আল-আদাবুল মুফরাদ ও আহমদ

আসুন আমরাও সাহাবীগণের মতো বেশী বেশী দু'আ করতে থাকি আর আল্লাহর অফুরন্ত ভান্ডার থেকে তাঁর অবারিত ক্ষমা, রহমত, রিযিক পেতে থাকি। আল্লাহ আমাদেরকে অধিক দু'আ করা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

দু'আ এর বিষয়য়ে সাহাবাগণ রাসূল (সাঃ) এর কাছে জানতে চাইলে, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানুতা'লা

দু’আ কবুলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর ঘটনা

ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদিন তার মেয়ে উম্মুল মু’মিনিন হযরত হাফসা (রাঃ)’র সামনে এক অদ্ভুত দু’আ করেন। তিনি মদীনা শহরের মর্যাদা এবং শাহাদাতের মর্যাদার কথা একত্রে স্মরণ করে দুইটি মর্যাদা থেকে একসাথে সৌভাগ্য লাভের চিন্তা করে এভাবে দু’আ করেন যে, “ও আল্লাহ! আমাকে এই মদীনা শহরেই মৃত্যু দান করুন এবং শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন।” বাহ্যত সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এই দু’আ ছিল পারস্পরিক সাংঘর্ষিক। কারণ মুসলমানগণ তখন সারা বিশ্বে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম সম্রাজ্যের উপর আক্রমণের সাহস তখন বিশ্বের কোন জাতির ছিলনা। অন্যদিকে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর যোগ্য শাসনে সম্পূর্ণ আরবে তখন শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। আরবে তখন খুন হওয়া তো দূরের কথা, ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছিল চিন্তার অতীত। এই ধরণের একটি পরিবেশে স্বয়ং মুসলিম খলিফা কিভাবে মদীনাতে শাহাদাৎ বরণ করবেন? এটি তো অসম্ভব একটা ব্যাপার। এই দিকগুলো চিন্তা করে হযরত ওমরের মেয়ে রাসূল (সাঃ) এর সহধর্মিনী হাফসা (রাঃ) বলে উঠেন, ও আমার পিতা আপনি এটা কেমন দু’আ করলেন? আপনি যদি সত্যিই শহীদ হতে চান তাহলে, ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলোতে যান। সেখানে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধরত। প্রতিদিন ই কেউ না কেউ শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করছেন। আপনি মদীনাতে মৃত্যু বরণ করতে চান আবার শাহাদাতের মর্যাদাতেও সিক্ত হতে চান, তা কিভাবে সম্ভব? উত্তরে ওমর (রাঃ) মৃদু হেসে বলেন, যদি আল্লাহ চান তাহলে এমনটি তার জন্য কোন কঠিন বিষয় নয়। সুবহানাল্লাহ! ওমর (রাঃ) শুধু মদীনা শহরেই নয় বরং মুসলিম সম্রাজ্যের কেন্দ্র মসজিদে নববীর মধ্যে, এমনকি নামাজের মধ্যে ইমামতীরত অবস্থায় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত ইমাম হাম্বল (রহ) এর ঘটনা

হযরত ইমাম হাম্বল (রহঃ) এর ঘটনাও কম বিষ্ময়ের নয়। তিনি যখন মুসলমানদের ইমাম হিসাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কাছে সুপরিচিত এবং সকল মুসলমানদের শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তেমন একটি সময়ে তিনি সফর করার এক পর্যায়ে এমন একটি শহরে উপনীত হন, যে শহরের সকলের কাছে তিনি নামে পরিচিত হলেও, ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না। তিনিও শহরের কাউকে নিজের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। মসজিদে এশার নামাজ শেষ হলে তিনি মসজিদে রাত কাটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু মসজিদের মুতাওয়াল্লী তার এই পরিকল্পনায় বাধা দেয়। মসজিদে নামাজ শেষ হলে সবাই চলে গেলে মসজিদের দরজায় তালা লাগিয়ে তবেই কাজ শেষ করে মুতাওয়াল্লী। মসজিদে কেউ থাকলে তার পক্ষে এই কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তাই মুতাওয়াল্লী এক প্রকার জোড় করেই ইমামকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। ইমাম কোন প্রতিবাদ না করে নিজের পরিচয় না দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে মসজিদের উঠানে থাকার চিন্তা করলেন। কিন্তু মুতাওয়াল্লী এখানেও বাধা দিলে তিনি মসজিদ থেকেও বের হয়ে আসেন। সব সময় আল্লাহর উপর রাজি খুশি থাকা এই মহান মানুষটি রাস্তার পাশেই রাত কাটানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেন।

এই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একজন পথচারী তাঁকে তার বাড়িতে মেহমান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পথচারীর আন্তরিকতায় ইমাম তার মেহমান হতে রাজি হন এবং তার সাথে পথ চলতে থাকেন। কিছুক্ষন চলার পর ইমাম সাহেবের কাছে পথচারীকে একজন ব্যতিক্রমী মানুষ মনে হয়। পথচারী ইমাম সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখায়নি। তিনি কে? কোথায় এসেছেন ? কোথায় যাবেন? এই শহরে কতদিন থাকবেন? কোন প্রশ্নই আসেনি পথচারীর কাছ থেকে, যে প্রশ্নগুলো করা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন পথচারী একভাবে বিভিন্ন দু'আ করে যাচ্ছেন আল্লাহর কাছে।

এমনকি বাড়িতে যেয়ে পথচারী ইমামের জন্য উত্তম মেহমানদারী করলেও ইমামের কাছে তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোন আগ্রহই দেখালেন না। বাড়ীর মধ্যেও ইমাম লক্ষ্য করলেন সেই ব্যক্তিটি প্রতি মূহুর্তে বিভিন্ন দু'আ নিয়ে মগ্ন। এভাবে তাঁরা দু'জন একত্রে রাত কাটিয়ে দিলেন। ব্যক্তিটি সম্পর্কে ইমামের আগ্রহ এতো বৃদ্ধি পেলো যে, তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি তাকে বললেন, আমি দেখলাম আপনি সব

সময় দু'আর মাঝে সময় ব্যায় করেন। আমার জানতে ইচ্ছা করছে, আপনি যে এতো দু'আ করেন আপনার দু'আ কি কবুল হয়। লোকটি বললো, আলহামদুলিল্লাহ! আমার সব দু'আ আমি কবুল হতে দেখেছি। শুধুমাত্র একটি দু'আ ছাড়া। ইমামের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেল। তিন জানতে চাইলেন, যদি আপনার সমস্যা না থাকে তাহলে আমি কি জানতে পারি কি সেই দু'আ ? সেই ব্যক্তিটি বললেন, আমার ইচ্ছা আমাদের সম্মানিত ইমাম 'ইমাম হাম্বলের' সাথে আমি একটি রাত কাটাবো। আমার এই ইচ্ছা নিয়ে আমি প্রতি নিয়ত দু'আ করি কিন্তু এই দু'আটি আমার কবুল হয়নি। ইমাম তার এই অদ্ভুত দু'আর কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। এবং তার এই দু'আ কবুলের জন্য আল্লাহর পরিকল্পনায় আরও অভিভূত হয়ে পড়লেন। কারণ, ইমাম হাম্বল (রহঃ) তখন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার সাহস স্বয়ং খলিফা পর্যন্ত রাখেন না। মুসলমানদের ক্ষোভের কথা চিন্তা করে খলিফা এমন একটি কাজের কথা চিন্তাও করতে পারেননা। সেখানে একজন সামান্য মুতাওয়াল্লী তাকে শুধু মসজিদ থেকেই বের করে দেয়নি, এমনকি তাকে মসজিদের উঠানেও থাকার অনুমতি দেয়নি। ইমাম হাম্বল (রহঃ) তখন সেই ব্যক্তিকে বললেন, আপনার এই দু'আর জন্যই আল্লাহ আপনার ইমামকে মসজিদ থেকে টেনে হেচড়ে মসজিদের উঠানে অতঃপর রাস্তায় ছুড়ে ফেলেছেন। আপনি আজ রাত যার সাথে অতিবাহিত করেছেন, আমিই সেই ইমাম হাম্বল। সুবহানাল্লাহ! এভাবেই আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করেন।

দু'আ নিয়ে সতর্কতা

আল কোরআনের আয়াত, রাসূল (সাঃ) এর হাদীস ও দু'আ কবুলের ঘটনাগুলো থেকে একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ আমাদের দু'আ যেকোন একটির মাধ্যমে অবশ্যই কবুল করে নেন। দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি আমাদের জন্য যেমন সুখবরের। তেমনি আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তাও বটে। যেহেতু আমাদের সমস্ত দু'আ কবুল হয়ে যায়, তাই আমাদের দু'আর বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে। আবেগের বশে এবং তাড়াহুড়ো করে আমরা যেন এমন কোন দু'আ না করি যে দু'আটি আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَ يَدۡعُ الۡاِنۡسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالۡخَيۡرِ ؕ وَ كَانَ الۡاِنۡسَانُ عَجُوۡلًا ﴿۱۱﴾

আর মানুষ অকল্যাণের দুআ করে; যেভাবে সে কল্যাণের দুআ করে; তবে মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়।

আল ইসরা ১৭ : আয়াত ১১

এ কারণে হযরত নূহ (আঃ) এই বিষয়ে পানাহ চেয়ে দু'আ করেছেন। নূহ (আঃ) বলেনঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِکَ اَنۡ اَسۡـَٔلَکَ مَا لَـیۡسَ لِیۡ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَکُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۷﴾

হে আমার পালনকর্তা আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।

হুদ ১১ : আয়াত ৪৭

বিষয়টি অনেকের কাছে একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। মানুষ কিভাবে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দু'আ করে! উপরের আয়াতে অবশ্য আল্লাহ তায়ালা কারণটি বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন, কারণ মানুষ ত্বরাপ্রিয়। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে খুব সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারব। মানুষ মূলতঃ ধৈর্য্যশীল নয়। তাই বিপদে পড়লে সে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যার কারণে নিজেই পরে অনুতপ্ত হয়। এধরণের ঘটনার সাথে আমরা সবাই কম বেশী পরিচিত। আবার অনেক সময়, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেও আমরা এ ধরণের দু'আ করে ফেলতে পারি। এখানে ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার উল্ল্যেখ করা যেতে পারে। হযরত মুসা (আঃ) কে হত্যা করতে বাধা দিয়ে ফেরাউনের স্ত্রী রাণী আছিয়া বলেছিলেন, হয়তো সে আমাদের চক্ষু শীতলকারী হবে অথবা আমরা তাকে আমাদের সন্তান করে নেব। সে সময় ফেরাউন বলেছিল, সে তোমার চক্ষু শীতলকারী হতে পারে, আমার চক্ষু শীতলকারী হবেনা। মূলতঃ ফেরাউন নিজের অজান্তেই এখানে নিজের বিরুদ্ধে দু'আ করে ফেলেছে। সে এমন একজন ভবিষ্যত নবীর বিষয়ে কথাটি বলেছে, যে নবীকে ভালোবাসার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম জড়িত। সুতরাং আমাদের দু'আর বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিৎ এবং নূহ (আঃ) এর মত করে বলা উচিৎ, ও আল্লাহ যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে দরখাস্ত করা থেকে আমি পানাহ চাই।

যে কারণে দু’আ কবুল হয়না

পুর্বের আলোচনা নিয়ে যদি আমরা চিন্তাভাবনা করি এবং বাস্তবের সাথে মিলাতে যাই তাহলে হয়তো আমাদের অনেকের মাঝেই কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ আসতে পারে। কারণ বাস্তবে আমরা অনেক ভালো দু’আও কবুল হতে দেখিনা। এমনকি সম্মিলিতভাবে করা দু’আও কবুল হয়না বলেই আমাদের কাছে মনে হতে পারে। বসরাবাসীদের মাঝেও এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি তাদেরকে বুঝিয়ে দেন সে সময়ের বিখ্যাত ইমাম ইব্রাহীম ইবনে আদহাম। একদিন ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (মৃত্য: ১৬২ হিজরী) (রাহিমাহুল্লাহ) বসরা শহরের একটি বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকজন তার পাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞাস করল: হে আবু ইসহাক ! আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা কুরআনে বলেন: “**আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব**” কিন্তু আমরা অনেক প্রার্থনা করার পরও আমাদের দু’আ কবুল হচ্ছেনা। তখন বিখ্যাত ইমাম ইব্রাহীম ইবনে আদহাম তাদের বললেন, “ওহে বসরার অধিবাসী, দশটি ব্যাপারে তোমাদের অন্তর মরে গেছে।

১ তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অবগত কিন্তু তার প্রদত্ত কর্তব্যসমূহ পালন কর না;

২ তোমরা কুরআন পড় কিন্তু সে অনুযায়ী আমল কর না;

৩ তোমরা দাবী কর যে রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাস কিন্তু তার সুন্নাহকে পরিত্যাগ কর;

৪ তোমরা নিজেদেরকে শয়তানের শত্রু হিসাবে দাবী কর কিন্তু তোমরা তার পদাংক অনুসরন কর;

৫ তোমার জান্নাতে যেতে উদগ্রীব কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম কর না;

৬ তোমরা জাহান্নামের ভয়ে আতঙ্কিত কিন্তু পাপের ম্যাধমে প্রতিনিয়ত তার নিকটবর্তী হচ্ছ;

৭ তোমরা স্বীকার কর মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর না;

৮ তোমরা সর্বদা অন্যের দোষ বের করতে সচেষ্ট কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে উদাসীন;

৯ তোমারা আল্লাহ’র অনুগ্রহ উপভোগ কর কিন্তু তার জন্য শুকরিয়া আদায় কর না;

১০ তোমরা মৃতদেহ’র দাফন সম্পন্ন করার পর তার থেকে শিক্ষা গ্রহন কর না।

আউলিয়া-হিলিইয়া আল ,আবু নুয়াইম

দু'আ এর শর্তাবলী

দুনিয়ার যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা যখন আবেদন, নিবেদন করি তখন আমরা খুব সতর্কতার সাথে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি। আমরা যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করি, তখন তাদের প্রতিষ্ঠানে আবেদনের জন্য আবেদন ফরম, অন্যান্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র যা তারা আবেদনের সাথে যুক্ত করার প্রয়োজন সেগুলো সেগুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং যথাযথভাবে যুক্ত করার সর্বোচ্চ প্রয়াস চালায়। বিশেষ করে সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলো যদি অতি উচ্চমানের হয় যেমন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, এম আই টি এর মতো প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে আমাদের সতর্কতা আরও বৃদ্ধি পায়। চাকুরী সহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরণের আবেদনের ক্ষেত্রে আমরা একই রকম নীতি গ্রহণ করে থাকি। এমন ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা এতো গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তাহলে মহান রব্বুল আলামিন যিনি সকল শক্তির আধার, যার কাছে আছে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ, যিনি আসমান ও যমীনের সকল কিছুর একছত্র অধিপতি তার নিকট আবেদনে ক্ষেত্রে আমাদের কতটুকু মনোযোগী হতে হবে তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। তাঁর কাছে আবেদন, নিবেদন করার জন্য আমাদের কোন ধরণের সতর্কতা, কোন ধরনের পদ্ধতি, কোন ধরণের শর্তাবলী রয়েছে সেগুলো আমাদের জেনে নিতে হবে এবং সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়ে সেভাবে আবেদন নিবেদন করতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানুতা'লা আল কোরআনে তার কাছে আবেদনের কিছু শর্ত তুলে ধরেছেন। আসুন আমরা সেই শর্তগুলো জেনে নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে বলেনঃ

وَ لَا تَدۡعُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُکَ وَ لَا يَضُرُّکَ ۚ
فَاِنۡ فَعَلۡتَ فَاِنَّکَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۰۶﴾

আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আহবান করো না এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে; যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। (*তাইসিরুল*) **সূরা ঈউনুস ১০ : আয়াত ১০৬**

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে ব্যতিত অন্য কাউকে ডাকা থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ শিরক করা যাবেন। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

وَاِنۡ یَّمۡسَسۡکَ اللّٰہُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَہٗۤ اِلَّا ہُوَ ۚ وَ اِنۡ یُّرِدۡکَ بِخَیۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِہٖ ؕ یُصِیۡبُ بِہٖ مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖ ؕ وَ ہُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۰۷﴾

এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি মঙ্গল চান তবে তার অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। **সূরা ইউনুস ১০: আয়াতঃ ১০৭**

আল্লাহ সুবহানুতা'আলা তাঁর মসজিদ সমূহে তাকে ব্যতিত অন্য কাউকে ডাকা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এজন্য অনেকে ওলামা একরাম মসজিদের ভিতরে অথবা মসজিদের বাইরে কেবলার দিকে কোন কবর রাখা থেকে নিষেধ করে থাকেন এজন্য যে, যা'তে কোন মানুষ ইবাদতের সময় আল্লাহ ব্যতিত আর কাউকে ইবাদতে শামিল করার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَّ اَنَّ الۡمَسٰجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدۡعُوۡا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا ﴿ۙ۱۸﴾

আরো এই যে, মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না। (*তাইসিরুল*) **সূরা আল জ্বীন ৭১: আয়াতঃ ১৮**

মূলতঃ মানুষ যখন চরম বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন সে সবকিছুকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। এ বিষয়টি মাঝেমাঝেই আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যখন কোন জাহাজডুবি নিশ্চিত হয়ে যায়, যখন কোন বিমান ধ্বংসের মুখোমুখি হয় অথবা কোন দূর্যোগে মানুষ যখন মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি অবস্থান নেই, তখন তারা একমাত্র লা শারিক আল্লাহ'কে স্মরণ করে। মানুষের এই স্বাভাবিক ফিতরাত বা স্বভাবকে আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে তুলে ধরে মানুষকে সেই ফিতরাত বা তার জন্মগত স্বভাবকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একমাত্র তাঁকে ডাকার আহবান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلۡ اَرَءَیۡتَکُمۡ اِنۡ اَتٰىکُمۡ عَذَابُ اللّٰہِ اَوۡ اَتَتۡکُمُ السَّاعَۃُ اَغَیۡرَ اللّٰہِ تَدۡعُوۡنَ ۚ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۴۰﴾

বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে কিংবা

তোমাদের উপর ক্বিয়ামাত এসে যায় তাহলে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? (বল না) তোমরা যদি সত্যবাদী হও। (*তাইসিরুল*) **সূরা আল আন'আম ৬, আয়াতঃ ৪০**

আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের নির্বুদ্ধিতায় বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন। আমাদের এই মূর্খতাকে আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগাতে উতসাহিত করেছেন। সেই সাথে তিনি জবাব দিয়েছেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে। এ বিষয়য়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمۡثَالُکُمۡ فَادۡعُوۡهُمۡ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لَکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۱۹۴﴾

আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মতই বান্দাহ্। (ঠিক আছে) তাদেরকে ডাকতে থাক, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক। (*তাইসিরুল*) **সূরা আল আ'রাফ৭, আয়াতঃ ১৯৪**

এই সুরার পরবর্তী আরেকটি আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদতের বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি কি হওয়া উচিত আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়টিও পরিস্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَ الَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ نَصۡرَکُمۡ وَ لَاۤ اَنۡفُسَهُمۡ یَنۡصُرُوۡنَ ﴿۱۹۷﴾

আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা। (মুজিবুর রহমান) **সূরা আল আ'রাফ৭, আয়াতঃ ১৯৭**

এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান করবে, সাহায্য চাইবে অথবা ইবাদত করবে তারা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَنۡ اَضَلُّ مِمَّنۡ یَّدۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَنۡ لَّا یَسۡتَجِیۡبُ لَهٗۤ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ وَ هُمۡ عَنۡ دُعَآئِهِمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۵﴾

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। *মুজিবুর রহমান* **সূরা আল আহকাফ ৪৬, আয়াতঃ ৫**

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ইবাদতের পরিণতি কি হবে সে বিষয়ে আল কোরআনে এভাবে উল্ল্যেখ করা হয়েছে,

وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوۡا لَهُمۡ اَعۡدَآءً وَّ كَانُوۡا بِعِبَادَتِهِمۡ كٰفِرِيۡنَ ﴿۶﴾

ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে যখন একত্রিত করা হবে, তখন ঐগুলো (অর্থাৎ উপাস্যরা) হবে মানুষের শত্রু আর মানুষ যে তাদের ‘ইবাদাত করেছিল তা তারা অস্বীকার করবে। *তাইসিরুল* **সূরা আল আহকাফ ৪৬, আয়াতঃ ৬**

এভাবে একের পর এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ইবাদত করার পরিণতি সম্পর্কে বলার পর আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে সঠিক পাথেয় কি, তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوۡحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

বল, ‘আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ ‘আমাল করে আর তার প্রতিপালকের ‘ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।’ *তাইসিরুল* **সূরা আল কাহফ ১৮, আয়াতঃ ১১০**

এভাবে আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইবাদতের জন্য, দু’আ এর জন্য, সাহায্যের জন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী হওয়ার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন অন্যথায় আমারা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হব বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। সুতরাং দু’আর প্রধান এবং একমাত্র শর্ত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ’র কাছেই চাইতে হবে, অন্য কারও কাছে নয়। এ ছাড়াও দু’আ কবুল হওয়ার জন্য আরও অনেক শর্ত রয়েছে, তবে প্রধান শর্ত হলো, এই দু’আ শুধুমাত্র এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শুধুমাত্র এবং একমাত্র তাঁর মুখাপেক্ষী থাকার তৌফিক দিন এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছে ফরিয়াদ করার সুযোগ দিন। আমিন।

দু'আ এর পদ্ধতিঃ

যেহেতু দু'আ মু'মিনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। মু'মিনের গোপন অস্ত্র। মু'মিনের প্রেরণার উৎস। মু'মিনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। মু'মিনের সাথে তার সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তৈরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মু'মিন যেহেতু তার প্রয়োজনকে শুধুমাত্র তার পালন কর্তাকে জানাতে চাই এবং তাঁর মহান পালন কর্তার সাহায্যের দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকে। সে যেহেতু জীবনের সব সমস্যার সমাধান তার মহান রবের থেকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাই মহান রব্বুল আ'লামিন দু'আ কবুলের শর্তকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরেছেন, যা আমরা আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, ঠিক সেভাবে দু'আ এর পদ্ধতি সম্পর্কেও আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন, যেন আমরা দু'আ এর বিষয়ে আল্লাহর পছন্দের পদ্ধতি দু'আ করে, আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনাগুলোকে সঠিকভাবে পেশ করতে পারি এবং আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রার্থনাগুলোকে কবুল করে আমাদের মনে সাকিনা (প্রশান্তি) প্রদান করতে পারেন।

আসুন আল কোরআনে বর্ণিত দু'আ এর পদ্ধতি সম্প্ররকে আমরা আগে অবহিত হয়। অতঃপর আমরা রাসূল (সাঃ) , নবী রাসূলগণ ও সাহাবীদের দু'আ এর পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা'আল্লাহ।

দু'আ এর পদ্ধতি নিয়ে আল কোরআন আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছে যে, আমরা যেন অত্যন্তবিনয় ও একাগ্রতার সাথে এবং গোপনে দু'আ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ'তায়ালা আল কোরআনে বলেছেন,

ٱدۡعُوۡا رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَّ خُفۡیَۃً ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الۡمُعۡتَدِیۡنَ ﴿۵۵﴾

তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। (আল-বায়ান) **সূরা আল আ'রাফ ৭, আয়াতঃ ৫৫**

চুপিসারে, গোপনে, অনুনয় বিনয় করে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকা, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দ বলে এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। ইমাম হাসান আল বসরী রহঃ বলতেন, আমি এমন অনেক মানুষকে চিনি ও জানি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মতো কোন ইবাদত, কখনও প্রকাশ্যে করেননি। ইবনে কাসীর উল্ল্যেখ করেছেন, ইমান ইবন জুরাইজ রঃ বলেন, দু'আ তে আওয়াজ উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে আমাদেরকে দু'আ করার যে আদব শিখিয়ে দিয়েছেন, সেই আদব মেনেই আমাদের দু'আ করা উচিত। আর সেই আদব হলো, আমরা আমাদের রব কে ডাকবো, অত্যন্ত আদবের সাথে, অনুনয় - বিনয়ের সাথে এবং চুপিসারে। না হলে আল্লাহর ভাষায় আমরা হয়তো বা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্তি থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

আল্লাহ তায়ালা অন্য একটি আয়াতে মু'মিনদের বৈশিষ্ট ও তাদের দু'আ করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّهُمۡ کَانُوۡا یُسٰرِعُوۡنَ فِی الۡخَیۡرٰتِ وَ یَدۡعُوۡنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ کَانُوۡا لَنَا خٰشِعِیۡنَ ﴿۹۰﴾

তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী। আল-বায়ান **সূরা আল আম্বিয়া ২১, আয়াতঃ ৯০ (আংশিক)**

মুলতঃ এই আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা বেশ কিছু নবী রাসূলদের বিষয়য়ে আলোচনা করেছেন। তাদের দু'আ গুলো তুলে ধরেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তায়াল এখানে বলছেন, তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে। এবং তারা আমার বিষয়ে ছিল অত্যন্ত বিনয়ী। মূলতঃ এই বৈশিষ্টগুলো ছিল নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে, আমাদেরকেও তাদের মতো করে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাদের মতো করে আশা ও ভীতি সহকারে এবং বিনয়ের সাথে মহান প্রভূকে ডাকার শিক্ষা প্রদান করেছেন। আমরা যেন, আমাদের দু'আ এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে দু'আ করতে পারি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই তৌফিক দিন। আমিন।

আল্লাহ্ তায়ালাআরও একটি আয়াতে আমাদের দু'আ করার আরও একটি পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সেখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমরা যেন তাঁর এই গুনবাচক নাম ধরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

وَ لِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। *আল-বায়ান* **সূরাঃ আল আ'রাফ ৭, আয়াতঃ ১৮০**

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীসও সংগৃহীত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন শুনলেন, এক ব্যক্তি সালাতে আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠকে এ বলে দুআ করছে : হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি- আপনি তো এক; অদ্বিতীয়, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ- আপনি আমার পাপগুলো ক্ষমা করুন। আপনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

এ প্রার্থনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু খুযাইমা)

এছাড়াও আল কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা কিভাবে তাঁকে প্রশংসা করে দু'আ করতে হবে সেই বিষয়টিও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکَ الۡمُلۡکِ تُؤۡتِی الۡمُلۡکَ مَنۡ تَشَآءُ وَ تَنۡزِعُ الۡمُلۡکَ مِمَّنۡ تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنۡ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنۡ تَشَآءُ ؕ بِیَدِکَ الۡخَیۡرُ ؕ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۲۶﴾

বল, 'হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'। *আল-বায়ান* **সূরা আল ইমরানঃ ৩, আয়াতঃ ২৬**

تُوۡلِجُ الَّیۡلَ فِی النَّهَارِ وَ تُوۡلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیۡلِ ۫ وَ تُخۡرِجُ الۡحَیَّ مِنَ الۡمَیِّتِ وَ تُخۡرِجُ الۡمَیِّتَ مِنَ الۡحَیِّ ۫ وَ تَرۡزُقُ مَنۡ تَشَآءُ بِغَیۡرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾

'আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযক দান করেন'। *আল-বায়ান* **সূরা আল ইমরানঃ ৩, আয়াতঃ ২৭**

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নিজের সিফাতের সাথে মিলিয়ে সেই অনুযায়ী দু'আ করাকে পছন্দ করেন। আসলে এভাবে দু'আ করলে দু'আ এর মধ্যে একধরণের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সিফাতগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে। যেমন সুস্থতার জন্য ইয়া শাফি বলা, রিজিকের জন্য ইয়া রাজ্জাক বলা, রহমতের জন্য ইয়া রহমান বলে দু'আ করলে দু'আ এর মধ্যে এক ধরণের তৃপ্তি আসে, আল্লাহর সিফাতগুলো সম্পর্কে নিজের মনের অজান্তে এক গভীর ধারণা সৃষ্টি হয় এবং আশার সঞ্চারিত হয়। তাই আসুন আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে আমরা আমাদের সমস্ত দু'আ করার চেষ্টা করি। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন, কিভাবে, কেন এবং কার দু'আ তিনি কবুল করবেন। তবে আমরা নিরাশ না হয়ে আশা ও ভীতি সহকারে, বিনম্র হয়ে প্রতি নিয়ত তাঁর কাছে দু'আ করতে থাকবো। এটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় সফলতা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর শিখিয়ে দিয়ে পদ্ধতিতে দু'আ করার তৌফিক দিন। আমিন।

আল কোরআনে বর্ণিত নবী, রাসূল ও সলফে সালেহীনদের দু'আ

সাধারণতঃ যারা অতি বিনয়ী, দুনিয়ার সমস্ত বিতর্ক থেকে মুক্ত থেকে মসজিদ কেন্দ্রিক জীবন পরিচালনা করেন, আমরা তাদেরকে সবচেয়ে বেশী ধার্মিক বলে বিবেচনা করি। কিন্তু আমরা যদি নবী রাসূলদের জীবনের দিকে তাকালে দেখব যে, নবী রাসূলগণ এর থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। আল কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যুলকারনাইন ও সুলাইমান (আঃ)কে আল্লাহ সারা পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) সমগ্র মিশরের অধিপতি হয়েছিলেন। মুসা (আঃ) তার কঠোর ব্যক্তিত্ব দিয়ে মোকাবেলা করেছিলেন ফেরাউনের মতো ফাসাদ সৃষ্টিকারী শাসক ও বনী ইসরাইলদের মতো ফেতনা সৃষ্টিকারী ও হঠকারী জাতিকে। তালুত মোকাবেলা করেছিলেন জালুতের বিশাল বাহিনীকে। দাউদ (আঃ) যুবক বয়সেই শ্রেষ্ঠ বীরের ন্যায় সিংহের ক্ষীপ্রতায় হত্যা করেছিলেন জালুতকে। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের অধিকাংশ সময় পার করেছেন যুদ্ধের ময়দানে। নিজেই ছিলেন সেনাপতি। হযরত হামযা (রাঃ), আলি (রাঃ), যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ), খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) সহ সমস্ত সাহাবিগণ বিশ্বের বুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট যোদ্ধা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব হয়ে আছেন।

এই দিকগুলো বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা ছিলেন সত্যিকার পুরুষ। যারা পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করার হিম্মত রাখতেন। পৃথিবীর সকল অশুভ ও শয়তানী শক্তিকে পরাভূত করে তাঁরা পৃথিবীর বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অথচ তারা মু'মিনদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়। আল্লাহর ভাষায়ঃ "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। " সূরা ৪৮ ফাতেহঃ আয়াতঃ ২৯

এই বীর সেনানীগণ যখন আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন তখন এতোটাই বিনয় ও একাগ্রতার সাথে করতেন যে, তাদের পৌরুষত্ব মানুষকে যেমন বিমহিত করে তেমনি

তাদের এই বিনয় অবনত হওয়াও যে কারও কাছে বিষ্ময়কর মনে হবে। আল্লাহর সমীপে এই মহান পুরুষগণ বিনয়ে বিগলিত হয়ে যে দু'আ গুলো করেছেন, আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে সেই দু'আ গুলো হুবহু তুলে ধরেছেন। নবী রাসূল এবং সলফে সালেহীনগণের যে দু'আ গুলো আল কোরআনে এসেছে সেই দু'আ গুলোই এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাল্লাহ।

মানুষের ইতিহাসের প্রথম দু'আটি করেছিলেন আমাদের আদি পিতা ও মাতা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)। তাদের দু'আ টি আল কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে–

তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। সূরাঃ ৭ আল আরাফ আয়াতঃ ২৩

প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে এই দু'আর মাধ্যমে আমাদের আদি পিতা ও মাতা আল্লাহর কাছে কিভাবে নিজেদেরকে সমর্পন করেছিলেন তা বোঝা সম্ভব নয়। তাই আসুন এই দু'আর প্রেক্ষাপটটি আমরা জেনে নিই। আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনেই এই প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরেছেন। আমরা আল কোরআনের মাধ্যমেই প্রেক্ষাপট জেনে নেব। আল্লাহ বলেনঃ

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল। অতঃপর আমি বললামঃ হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে।তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীণ হবে না। এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। সূরাঃ ২০ ত্ব-হা আয়াতঃ **১১৬ - ১১৯**

এখানে আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) এর সৃষ্টির সময়ের ঘটনা তুলে ধরেছেন। যেখানে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে সেজদা করতে বলেন এবং ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে জানিয়ে দিলেন, এই ইবলিস

তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। আল্লাহ আদম (আঃ) কে এভাবে সতর্ক করে দিলেন যে, এই ইবলিস যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। এবং আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে থাকলে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী পাবেন সেটাও জানিয়ে দিলেন। মূলতঃ এই ধরণের বর্ণনা আল কোরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। আল কোরআন অনেক সময় অনেকগুলো ঘটনা এক সাথে তুলে ধরে অথচ ঘটনাগুলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে অনেক।

উদাহর স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "আমি ইব্রাহীম কে ইসহাক ও ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।" এখানে যে কেউ মনে করতে পারেন আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আঃ) কে একসাথে দুইজন সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো এখানে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আঃ)কে তার পুত্র হিসাবে ইসহাক (আঃ) এর এবং ইসহাক (আঃ) এর পুত্র হিসাবে ইয়াকুব (আঃ) এর সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোও এক সময়ের নয় বরং সম্পূর্ণ ঘটনার একটি সারমর্ম। কারণ আল্লাহ তায়ালা সুন্নত হচ্ছে কোন বান্দাহ ভুল করলে, ভুল শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাহকে সময় দেন। ইবলিস সেজদা না করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তাকে আদমের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালা ইবলিসের কাছে জানতে চেয়েছেন কেন ইবলিস আদমকে সেজদা করলনা। আল কোরআনে এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলিসকে) জিজ্ঞাসা করলেন–আমি যখন তোমাকে আদমের নিকট নতশির হতে আদেশ করলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে নতশির হতে বিবৃত্ত করলো? সে উত্তরে বললো–আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা। আল্লাহ বললেন–এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারেনা; নিশ্চয়ই তুমি অধর্ম ও ইতরদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো–(হে আল্লাহ!) আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (বেঁচে থাকার) অবকাশ দিন! আল্লাহ বললেন–(ঠিক আছে) তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। সূরা ৭ আ'রাফ আয়াতঃ ১২ - ১৫

এভাবে ইবলিস অপরাধ করার পরেও আল্লাহর দেয়া অবকাশকে কাজে লাগাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যার্থ হলো। সে নিজের ভুলে অনুতপ্ত না হয়ে উল্টো উদ্ধত আচরণ করলে

মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে রহমতের বদলে লানত প্রাপ্ত হলো। ইবলিস লানত প্রাপ্ত হওয়ার পরেও আল্লাহর কাছে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশের জন্য প্রার্থনা করল।

ইবলিস যখন বিষয়টি বুঝতে পারল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাইতো সে আরও উদভ্রান্ত হয়ে পড়ল। উদভ্রান্ত হয়ে সে যে কথাগুলো বলেছিল, আল্লাহ তায়ালা সেই কথাগুলোও তুলে ধরেছেন। আল কোরআনে এসেছে–

(ইবলিস) বললো–আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি–আমি তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্যে সরল পথের (মাথায়) অবশ্যই ওঁত পেতে বসে থাকবো। অতঃপর আমি (পথভ্রষ্ট করার উদ্দ্যেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডানদিক দিয়ে এবং বামদিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।

আল কোরআনে বর্ণিত
চল্লিশটি (রব্বানা) দু'আ

দু’আঃ ১

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم

রব্বানা-তাকাব্বাল মিন্না-ইন্নাকা আনতাছ ছামী‘উল ‘আলীম।

হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। **সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ১২৭**

দু’আঃ ২

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَاۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

রব্বানা-ওয়াজা‘আলনা-মুছলিমাইনি লাকা ওয়ামিন যুররিইইয়াতিনা-উম্মাতাম মুছলিমাতাল্লাকা ওয়া আরিনা-মানা-ছিকানা-ওয়াতুব ‘আলাইনা-ইন্নাকা আনতাত্তাওওয়া-বুর রাহীম।

‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ১২৮

দু’আঃ ৩

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রব্বানাআ-তিনা-ফিদ্দুনইয়া-হাছানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাছানাতাওঁ ওয়া কিনা-‘আযা-বান্না-র।

হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ২০১

দু’আঃ ৪

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ

রব্বানা-আফরিগ আলাইনা-সাবরাওঁ ওয়া ছাব্বিত আকদা-মানা-ওয়ানসুরনা-'আলাল কাওমিল কা-ফরীন।

হে আমাদের রব, আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা স্থির রাখুন এবং আমাদেরকে কাফের জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। **সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ২৫০**

দু'আঃ ৫

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

রব্বানা-লা-তুআ-খিযনা ইন নাছীনা-আও আখতা'না

হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। **সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ২৮৬ (আংশিক)**

দু'আঃ ৬

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

রব্বানা ওয়ালা-তাহমিল 'আলাইনা-ইসরান কামা-হামালতাহূ আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা

হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। **সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ২৮৬ (মধ্য অংশ)**

দু'আঃ ৭

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রব্বানা-ওয়ালা তুহাম্মিলনা-মা-লা-তা-কাতা লানা-বিহী ওয়া'ফু'আন্না-ওয়াগফিরলানা-ওয়ারহামনা-আনতা মাওলা-না-ফানসুরনা-'আলাল কাওমিল কা-ফিরীন।

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই।

আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। **সূরা ২ আল বাক্বারা, আয়াতঃ ২৮৬ (শেষ অংশ)**

দু'আঃ ৮

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

রব্বানা-লা-তুঝিগ কুলূবানা-বা'দা ইয হাদাইতানা -ওয়াহাবলানা-মিল্লা দুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহা-ব।

হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৮**

দু'আঃ ৯

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

রব্বানা ইন্নাকা জা-মি'উন্না-ছি লিইয়াওমিল্লা-রাইবা ফীহি ইন্নাল্লা-হা লা-ইউখলিফুল মী'আদ।

হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৯**

দু'আঃ ১০

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রব্বানা ইন্নানা আ-মান্না-ফাগফিরলানা-যুনূবানা-ওয়াকিনা'আযা-বান্না-র।

হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৬**

দু'আঃ ১১

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ

রব্বানাআ-মান্নাবিমাআনঝালতা ওয়াত্তবা‘নার রাছূলা ফাকতুবনা-মা‘আশশা-হিদীন।

হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৫৩**

দু’আঃ ১২

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রব্বানাগ ফিরলানা-যুনূবানা-ওয়া ইছরা-ফানাফীআমরিনা-ওয়াছাব্বিত আকদা-মানা-ওয়ানসুরনা-‘আলাল কাওমিল কা-ফিরীন।

হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পা-সমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪৭**

দু’আঃ ১৩

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

রব্বানা-মা-খালাকতা হাযা-বা-তিলান ছুবহা-নাকা ফাকিনা-‘আযা-বান্না-র।

হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর’। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯১**

দু’আঃ ১৪

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্না-রা ফাকাদ আখঝাইতাহূ ওয়ামা-লিজ্জা-লিমীনা মিন আনসা-র।

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই’। **সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯২**

দু’আঃ ১৫

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

রব্বানা-ইন্নানা-ছামি‘না-মুনা-দিআইঁ ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন আ-মিনূবিরাব্বিকুম ফাআমান্না

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, ‘তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন’। তাই আমরা ঈমান এনেছি। সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯৩ (আংশিক)

দু’আঃ ১৬

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ

রব্বানা-ফাগফিরলানা-যুনূবানা-ওয়াকাফফির‘আন্না-ছাইয়িআ-তিনাওয়াতাওয়াফফানা-মা‘আল আব রা-র।

হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে’। সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯৩ (আংশিক)

দু’আঃ ১৭

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

রব্বানা-ওয়া আ-তিনা-মা-ওয়া-‘আত্তানা-‘আলা-রুছুলিকা ওয়ালা-তুখঝিনা-ইয়াওমাল কিয়া-মাতি ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী‘আ-দ।

হে আমাদের রব, আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না’। সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯৪

দু’আঃ ১৮

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

রব্বানাআ-মান্না-ফাকতুবনা-মা‘আশশা-হিদীন।

হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন। **সূরা ৫ আল মায়েদাহ্, আয়াতঃ ৮৩**

দু’আঃ ১৯

رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۖ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

রব্বানাআনঝিল ‘আলাইনা-মাইদাতাম মিনাছছামাই তাকূনুলানা-‘ঈদাল লিআওওয়ালিনা-ওয়া আ-খিরিনা-ওয়া আ-ইয়াতাম মিনকা ওয়ারঝুকনা-ওয়া আনতা খাইরুর রা-ঝিকীন।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ কর যা আমাদের প্রথম থেকে শেষ সকল ব্যক্তির জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে আর হবে তোমার থেকে একটা নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই সর্বোত্তম রিযকদাতা। **সূরা ৫ আল মায়েদাহ্, আয়াতঃ ১১৪**

দু’আঃ ২০

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

রব্বানা-জালামনাআনফুছানা-ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা-ওয়া তারহামনা-লানাকূনান্না মিনাল খা-ছিরীন।

হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। **সূরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ২৩**

দু’আঃ ২১

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

রব্বানা-লাতাজ‘আলনা-মা‘আল কাওমিজ্জা-লিমীন।

হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। **সূরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ৪৭**

দু’আঃ ২২

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

রব্বানাফতাহ্ বাইনানা -ওয়া বাইনা-কাওমিনা-বিলহাক্কিওয়া আনতা খাইরুল ফা-তিহীন।

আল্লাহ্‌রই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করি। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। **সূরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ৮৯**

দু’আঃ ২৩

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

রব্বানা-আফরিগ ‘আলাইনা-সাবরাওঁ ওয়াতাওয়াফফানা-মুছলিমীন।

হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। **সূরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ১২৬**

দু’আঃ ২৪

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ; وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রব্বানা-লা-তাজ‘আলনা-ফিতনাতাল লিলকাওমিজ্জা-লিমীন।ওয়া নাজজিনা-বিরাহমাতিকা মিনাল কাওমিল কা-ফিরীন।

“হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে যালিম কওমের ফিতনার পাত্র বানাবেন না”। “আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির কওম থেকে নাজাত দিন”। **সূরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ ৮৫ - ৮৬**

দু’আঃ ২৫

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

রব্বানাইন্নাকা তা'লামুমা-নুখফী ওয়ামা-নু'লিনু ওয়ামা-ইয়াখফা-'আলাল্লা-হি মিন শাইইন ফিল আরদিওয়ালা-ফিছ্ছামাই।

হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে। সূরা ১৪ ইব্রাহিম, আয়াতঃ ৩৮

দু'আঃ ২৬

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

রব্বিজ 'আলনী মুকীমাসসালা-তি ওয়া মিন যুররিইইয়াতী রব্বানা-ওয়া তাকাব্বাল দু'আ।

হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দোয়া কবূল করুন। সূরা ১৪ ইব্রাহিম, আয়াতঃ ৪০

দু'আঃ ২৭

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

রব্বানাগফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিলমু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিছা-ব।

'হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'। সূরা ১৪ ইব্রাহিম, আয়াতঃ ৪

দু'আঃ ২৮

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

রব্বানাআ-তিনা-মিল্লাদুনকা রাহমাতাওঁ ওয়া হাইয়ি' লানা-মিন আমরিনা-রাশাদা-।

হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকান্ড সঠিক করে দিন। সূরা ১৮ আল-কাহফ, আয়াতঃ ১০

দু'আঃ ২৯

رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ

রব্বানাইন্নানা-নাখা সূরা ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ১০৯ **-ফুআইঁ ইয়াফরুতা 'আলাইনাআও আইঁ ইয়াতগা-।**

‘হে আমাদের রব, আমরা তো আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে’। সূরা ২০ আত - ত্বহা, আয়াতঃ ৪৫

দু’আঃ ৩০

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

রব্বানা আ-মান্না-ফাগফিরলানাওয়ারহামনা-ওয়াআনতা খাইরুর রা-হিমীন।

হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

দু’আঃ ৩১

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

রব্বানাসরিফ ‘আন্না-‘আযা-বা জাহান্নামা ইন্না ‘আযা-বাহাকা-না গারা-মা-। ইন্নাহা-ছাআত মুছতাকাররাওঁ ওয়া মুকা-মা-।

হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হলো অবিচ্ছিন্ন’।‘নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট’। সূরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৬৫ - ৬৬

দু’আঃ ৩২

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

রব্বানা-হাবলানা-মিন আঝওয়া-জিনা-ওয়া যুররিইইয়া-তিনা কুররাতা আ‘ইউনিওঁ ওয়াজ‘আলনা-লিলমুত্তাকীনা ইমা-মা-।

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। সূরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৭৪

দু'আঃ ৩৩

رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

রব্বানালাগাফূরুন শাকূর।

আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী'। সূরা ৩৫ আল ফাতির, আয়াতঃ ৩৪

দু'আঃ ৩৪

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

রব্বানা-ওয়াছি'তা কুল্লা শাইয়িররাহমাতাওঁ ওয়া 'ইলমান ফাগফির লিল্লাযীনা তা-বূওয়াত্তাবা'উ ছাবীলাকা ওয়াকিহিম 'আযা-বাল জাহীম।

হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। সূরা ৪০ আল গাফির, আয়াতঃ ৭

দু'আঃ ৩৫

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(৮) রব্বানা-ওয়া আদখিলহুম জান্না-তি 'আদনি নিল্লাতী ওয়া 'আত্তাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আবাইহিম ওয়া আঝওয়া-জিহিম ওয়া যুররিইয়া-তিহিম ইন্নাকা আনতাল 'আঝীঝুল হাকীম। (৯) ওয়া কিহিমুছ ছাইয়িআ-তি ওয়া মান তাকিছ ছাইয়িআ-তি ইয়াওমায়িযিন ফাকাদ রাহিমতাহূ ওয়া যা-লিকা হুওয়াল ফাওঝুল 'আজীম।

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরকে

অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। সূরা ৪০ আল গাফির, আয়াতঃ ৮ - ৯

দু'আঃ ৩৬

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا

রব্বানাগফিরলানা-ওয়া লিইখওয়া-নিনাল্লাযীনা ছাবকূনা-বিল ঈমা-নি ওয়ালা-তাজ'আল ফী কুলূবিনা -গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ

হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। সূরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ ১০

দু'আঃ ৩৭

رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

রব্বানাইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। সূরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ ১০

দু'আঃ ৩৮

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

রব্বানা-'আলাইকা তাওয়াক্কালনাওয়া ইলাইকা আনাবনা-ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

রব্বানা-'আলাইকা তাওয়াক্কালনাওয়া ইলাইকা আনাবনা-ওয়া ইলাইকাল মাসীর।। সূরা ৬০ মুমতাহিনা, আয়াতঃ ৪

দু'আঃ ৩৯

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

রব্বানা-লা-তাজ'আলনা-ফিতনাতালিলল্লাযীনা কাফারূওয়াগফিরলানা-রাব্বানা- ইন্নাকা আনতাল 'আঝীঝুল হাকীম।

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সূরা ৬০ মুমতাহিনা, আয়াতঃ ৫

দু'আঃ ৪০

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَاۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

রব্বানা আতমিম লানা-নূরানা-ওয়াগফিরলানা- ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের নূর পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান। সূরা ৬৬ তাহরিম, আয়াতঃ ৮

লেখকের বই সমূহঃ

১। আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়

২। আল কোরআনের বিষ্ময়কর প্রভাব

৩। ডাকবেনা কেন আল্লাহর দিকে?

৪। দু'আ - মু'মিন জীবনের নিত্যসঙ্গী

৫। প্রফেটিক প্যারেন্টিং

৬। প্রফেটিক লিডারশীপ

৭। তারাবীর নামাজে আল কোরআন

৮। কোরআনের আলোকে চরিত্র গঠন

লেখক পরিচিতিঃ

লেখক অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী একজন বাংলাদেশী। যিনি প্রবাস জীবনে থেকেও মাতৃভূমির টানে মাতৃভাষাতে লেখালেখি ও দেশ নিয়ে তার চিন্তাভাবনা গুলো বিভিন্নভাবে তুলে ধরেন। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার পার্কপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয় ও ঝিনাইদহ কেসি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। বাংলাদেশে আইটি সেক্টরে কিছুদিন অবদান রাখার পর উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি প্রফেশনাল আইটি ডিপ্লমা নেন এবং সিডনী ইউনিভার্সিটিতে মাষ্টার্সে ডাটাবেইজের উপর পড়াশোনা করেন। বর্তমানে তিনি সিডনীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি দুই কন্যা ও এক সন্তানের জনক। তার স্ত্রী মহসিনা কাউসার একজন কম্পিউটর প্রকৌশলী। বর্তমানে সিডনীর একটি কলেজে

পরিবেশনায় দারুল আরকাম পাবলিকেশন্স